ভোটের রাজনীতি ও দলীয় আদর্শ

আব্দুর রহমান আবিদ

ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে পরিচিত, বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, আওয়ামীলীগ সম্প্রতি ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী, পাঁচ দফা দাবী পূরনের প্রতিশ্রুতিতে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' এর মত একটা উগ্র মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে মহাজোটে সামিল করার জন্যে এবং আসন্ন নির্বাচনে (তা যখনই সংঘঠিত হোক) ইসলামপন্থীদের ভোটব্যাংক কে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে।

সত্যি বলতে কি, এ নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ পরিচিত ই-ফোরামগুলোতে এত বেশী আলোচনা, সমালোচনা ও লেখালেখি হয়েছে যে, নতুন করে এ বিষয়ে তেমন কিছু লেখারও নেই। তবে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা পুরোপুরি পজিটিভ বা পুরোপুরি নিগেটিভ – কোনটাই নয়। সেটাই আমার আজকের লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

লেখার শুরুতেই তুলনামূলকভাবে আমার কম বিরাগভাজন একজন রাজনীতিবিদের একটা মন্তব্যের কথা উল্লেখ করবো। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের যে চরিত্র, তাতে একজন বিবেকবান মানুষের কাছে বাংলাদেশের বৃহত্তম দুই রাজনৈতিক দলের কোন রাজনীতিবিদকেই আসলে পছন্দ হওয়ার কথা নয়। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তারপরও কেন জানি, কোন যুক্তিসঙ্গত কারন ছাড়াই বি.এন.পি.'র মহাসচিব, আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াকে আমার কাছে কিছুটা ভালমানুষ এবং কিছুটা কম কপট ও সরল-সোজা বলে মনে হয়। অবশ্য আমার ধারনা বা পর্যবেক্ষণ ভুলও হতে পারে। যাহোক, ভূমিকা বাদ দিয়ে সরাসরি তার করা মন্তব্যের কথায় ফিরে আসি। আওয়ামীলীগ খেলাফত মজলিসের সাথে পাঁচ দফা চুক্তি করার পর মান্নান ভুঁইয়া এ সম্পর্কে চমৎকার একটা মন্তব্য করেছিলেন। তা হলো, "*আওয়ামীলীগ খেলাফত মজলিসের সাথে পাঁচ দফা চুক্তি করে চৌদ্দ দলের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী দলগুলোর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, ধর্ম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, নিজ দলের নেতা-কর্মীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, এবং সর্বোপরি, আওয়ামীলীগ এতসব মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে যে খেলাফত মজলিসের জন্যে, সেই খেলাফত মজলিসও বিশ্বাস করে না যে, আওয়ামীলীগ শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসও ভঙ্গ করবে না*"। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী, ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির কারনে 'মুসলিম আওয়ামীলীগ' নাম পরিবর্তন করে কেবলমাত্র 'আওয়ামীলীগ' নাম গ্রহনকারী, বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, আওয়ামীলীগ শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির প্রহসনে পড়ে দলীয় আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে এযাবৎকাল যতগুলো দুঃখজনক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আজকে তাদের যে করুন পরিনতি, সে প্রেক্ষাপটে আওয়ামীলীগের রাজনীতি সম্পর্কে এর চেয়ে যথোপযুক্ত মন্তব্য মনে হয়না এর আগে কেউ করেছেন।

যদিও এ কথা সত্যি যে, রাজনীতি করার চুড়ান্ত অর্জন হলো ক্ষমতায় যাওয়া, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে দলীয় আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়া চৌদ্দদল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রায়ই বলেন, চৌদ্দদলে আওয়ামীলীগ ছাড়া অন্য যে দলগুলো আছে, তারা এমনই রাজনীতি করে যে, সারাজীবনে তাদের কেউই সংসদের মুখ দেখেনি। অর্থাৎ, তাদের কেউই এম.পি. হতে পারেননি। কথাটা হয়ত সত্যি। এবং এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, ঠিক এই কারনেই আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর লজ্জিত হওয়া উচিত; কেননা তার দলের নির্বাচিত এম.পি. দের বেশীরভাগই হলেন সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ যারা একসময় ক্ষমতার লোভে এবং টাকার কাছে নিজেদের বিকিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার মৃত স্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন, যে ইতিহাস আমাদের কারও অজানা নয়। বরং সাধুবাদ তো দেয়া উচিত ঐসব বামপন্থী রাজনীতিবিদদের যারা সারাজীবন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ঘরের খেয়ে নির্লোভ রাজনীতি করে গেলেন এবং না দেখলেন ক্ষমতার মুখ, আর না পেলেন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। আ-জীবন মানুষের গান গেয়ে জীবনের শেষ লগ্নে এসে বি.জে.পি.'র ব্যানারে ভোটে অংশগ্রহন করে ভূপেন হাজারিকা তার সারাজীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে যেভাবে জলাঞ্জলি দিলেন, তাতে ভোটে তিনি যদি জয়ীও হতেন, তবুও কি নিজের বিবেকের কাছে ইতোপূর্বেই তিনি পরাজিত হয়ে যাননি? মওদুদ আহমেদের মত ক্রম রঙ পরিবর্তনশীল এম.পি. দের নিয়ে (অনেকে রসিকতা করে বলেন, মওদুদ আহমেদ নাকি আ-জীবন সরকারি দল করেন) সংসদে সংখ্যাগরিষ্টতা পাওয়া ভোটের রাজনীতিতে হয়ত অন্যায় নয়; কোন অভিযোগও হয়ত কেউ করবে না। কিন্তু তা নিয়ে সদর্পে নির্লোভ রাজনীতিকদেরকে এরূপ ব্যাঙ্গ করা কি প্রকারান্তরে একধরনের মূর্খতা নয়?

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কিছু লিখতে গেলে এই এক মুশকিল – নির্দিষ্ট একটা বিষয়বস্তুর মধ্যে লেখাকে সীমাবদ্ধ রাখা খুব কঠিন। যাক, আবারও লেখার মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি। একথা বোধহয় অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, চারদলীয় জোট বুদ্ধির জোরে ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামীলীগকে ইতোমধ্যে একটা ধর্মহীন রাজনৈতিক দল হিসেবে মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং অনেকটা দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় আওয়ামীলীগ শুধুমাত্র ধর্মহীনতার গন্ধ গা থেকে দূর করার জন্যে খেলাফত মজলিসের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। যাকে বলা যায়, 'it was a wrong time to play a right game'। শুরু থেকেই আওয়ামীলীগের উচিত ছিল বাংলাদেশের সাধারন ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে, যারা যে কোন রাজনৈতিক দলের জন্যে সুবিশাল একটা ভোটব্যাংক, নিজেদের সত্যিকারের ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থানকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরা এবং দুঃখজনকভাবে যেটা করতে তারা বরাবর ব্যর্থ হয়েছেন। অপরপক্ষে, চারদলীয় জোট নিরবিচ্ছিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে আওয়ামীলীগকে ইসলামবিরোধী একটা দল হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। 'আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদগুলোতে তালা ঝুলবে, সকাল-সন্ধ্যায় আজানের বদলে উলুধ্বনি শোনা যাবে' – এমন অবাস্তব, অযৌক্তিক ও নির্লজ্জ অপপ্রচার বি.এন.পি.'র উচ্চ পর্যায়ের অনেক নেতা-নেত্রীকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে, এমনকি টেলিভিশনের পর্দায় জোর গলায় ঘোষনা করতে আমি নিজ কানে শুনেছি। অথচ মজার ব্যাপার হলো, আওয়ামীলীগে এমন অনেক নেতা-নেত্রী আছেন, যারা ব্যক্তিগত জীবনে বি.এন.পি.'র অনেক নেতা-নেত্রীর চেয়ে অনেক বেশী ধর্মপরায়ন।

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে ডঃ আহমেদ শরীফ, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ কিম্বা তসলিমা নাসরিনের মত মানুষদের বক্তব্য কিন্তু এককভাবে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের নিজস্ব মতামত। হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে তারা হয়ত ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামীলীগের সমর্থক। কিন্তু, একটা বিষয় পরিস্কারভাবে বুঝা দরকার যে, এরা কেউই কিন্তু আওয়ামীলীগের মুখপাত্র নন এবং কোনদিন তা ছিলেনও না। অথচ যুগ যুগ ধরে ইসলাম-বিদ্বেষী এই মানুষগুলোকে আওয়ামী-ব্লকের বুদ্ধিজীবী বলে চালিয়ে দিয়েছে বি.এন.পি.-জামায়াত জোট এবং সুকৌশলে ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামীলীগের কাঁধে ধর্মহীনতার অন্যায় অভিযোগ চাপিয়ে দিয়েছে। এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি, আওয়ামীলীগ বরাবর এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে নিজেদের সঠিক অবস্থানকে বাংলাদেশের সাধারন ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের মাঝে বড় একটা অংশ আছেন যারা জামায়াত বিরোধী। জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করার জন্যে চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তাতে জামায়াত বিরোধী এসব আলেম-ওলামাদেরকে অন্তর্ভূক্তকরন আমার ব্যক্তিগত বিচারে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা নয়। কেননা আওয়ামীলীগের এদেরকে যতখানি না প্রয়োজন, নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে আওয়ামীলীগের মত বড় একটা দলের প্লাটফর্মে যোগ দেয়া এদের জন্যে তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন। তবে, এটুকুই শুধু লক্ষ্য রাখা দরকার যে, এ জোটবদ্ধতা যেন বি.এন.পি.-জামায়াত জোটের মত না হয় যেখানে বি.এন.পি.'র ঘাড়ে পা রেখে জামায়াত ক্রমে তার নিজস্ব লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছে।

'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করার বিষয়টা যেকোন জাতীয়তাবাদী বা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের চেয়ে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দল যে অধিক নিশ্চিত করতে পারে এবং একটা সত্যিকারের গনতান্ত্রিক দেশে যা একান্তভাবে কাম্য, সেটা সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারলে সাধারন ধর্মপরায়ন মানুষের কাছে যেকোন জাতীয়তাবাদী বা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের চেয়ে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দলের গ্রহনযোগ্যতা বরং বেশীই হওয়ার কথা (যদিও দুঃখজনকভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কুচক্রে এর বিপরীতটাই বিশ্বব্যাপী আজ দেখা যায়)। শুরু থেকেই বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ সাধারন মানুষের সাথে কমিউনিকেইট করলে, ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মানুষকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারনা দিলে এবং সর্বোপরি, ইসলামের কুৎসা রটনাকারী কতিপয় বুদ্ধিজীবী দলীয় সমর্থক হলেও তারা যে আওয়ামীলীগের মুখপাত্র নন বরং প্রকারান্তরে আওয়ামীলীগের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধাচারী, সেটা সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করলে, ধর্মহীনতার এই অপবাদ আজ আওয়ামীলীগের ঘাড়ে হয়ত পড়তো না এবং দলীয় আদর্শকে এভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে খেলাফত মজলিসের মত একটা উগ্র মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাথে আজ তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ হতে হতো না। বরং নিজেদের প্রয়োজনেই খেলাফত মজলিসের মত দলগুলো আওয়ামীলীগের প্লাটফর্মে যোগ দেয়ার জন্যে ধর্ণা দিতো এবং সেক্ষেত্রে দাবার গুটি থাকতো কিন্তু আওয়ামীলীগের কোর্টেই।

সবশেষে বলবো, 'It's better to be late than never'। ভুল সংশোধনের সময় আওয়ামীলীগের জন্যে এখনও সম্ভবতঃ ফুরিয়ে যায়নি।।

৮ই জানুয়ারী, ২০০৭